দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বর্তমান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিলুপ্ত করে নতুন আইন প্রণয়ন পূর্বক জনবান্ধব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং BHRC'র ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে মানবন্ধন কর্মসূচি ও

স্মারকলিপি:

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC'র পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। BHRC ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ সরকার, যুক্তরাষ্ট্র সরকার, আফ্রিকান কমিশন, ICJ (Geneva), OMCT(Geneva) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধন। BHRC সারা দেশে ও বহিঃবিশ্বে প্রায় আড়াই হাজার শাখা ও তিন লক্ষাধিক মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

রাজধানী ঢাকায় ২ দফা সাংবাদ সম্মেলন এবং মানববন্ধন কর্মসীচী সহ সারাদেশে BHRC'র মানববন্ধন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে দেশে আইনের শাসন এবং সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ৯ দফা দাবি মেনে নেয়ার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্মারকলিপির কপি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা সহ সকল উপদেষ্টাদের নিকট পেশ করা হয়। নিম্মে ৯ দফা দাবি গুলো দেয়া হলোঃ

১। অন্তবর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই পৃথক পৃথক একাধিক নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে জুলাই-অগাস্ট ২০২৪ এর গণহত্যার বিচার করতে হবে এবং স্বৈর শাসন আমলে মানবাধিকার কর্মীদের হত্যা, নিখোঁজ (গুম) এবং আহতদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। স্বৈরশাসকের হাতে নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

২। বিগত স্বৈরাচার সরকারের বিভিন্ন বাহিনী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন- NHRC'র কামাল উদ্দিন বাহিনী এবং সরকারের দলীয় কেডার কর্তৃক ছাত্র-জনতা ও মানবাধিকার কর্মীদের হত্যা, গুম ও গণনির্যাতনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও আইনে সোপর্দ করতে হবে।

৩। মৃত্যু দন্ড আইন বাংলাদেশে বাতিল/রোহিত করতে হবে :
পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশে ইতিমধ্যে মৃত্যু দন্ড আইনটি বাতিল বা রোহিত করা হয়েছে। মৃত্যু দন্ড আইনটি মানবতা বিরোধী একটি নিষ্ঠুর আইন। বাংলাদেশেও এই আইনটি বাতিল করতে হবে।

৪। যাবৎ জীবন কারাদন্ড আইন সংশোধন করতে হবে:
বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের আইনে যাবতজীবন কারাদণ্ডর মেয়াদ ছিল ১৪ বছর। রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে বর্তমানে যাবতজীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ ৩২ বছর বা আমৃত্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রী লংকা সহ অন্যান্য দেশে যাবত জীবন শাস্তির মেয়াদ ১৪ বছর থেকে ১৫ বছর রয়েছে।

৫। ৯০ কর্ম দিবসের মধ্যে বিচার কার্য সম্পূর্ণ করতে হবে: প্রতিটি নাগরিক ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে, এটা নাগরিকের মানবাধিকার। বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাগারে

আটক রাখা মানবাধিকারের চরম লঙঘন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ৯০ দিনের মধ্যে মামলা তথা বিচার কার্য শেষ হয়। ৯০ দিনের মধ্যে বিচার কার্য শেষ না হলে মামলার বিচার প্রার্থীদের বাদ্যতামূলক জামিন প্রদান করতে হবে। প্রতিটি বিচার প্রার্থীর জামিন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিচারকের অভাব থাকলে সরকারকে নতুন বিচারক নিয়োগ সহ চুক্তিভিত্তিক বিচারক নিয়োগ করে মামলার জট শেষ করতে হবে।

৬। NHRC কে অবশ্যই সরকারের দালালি করার কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। NHRC কে একটি নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ দিতে হবে। দেশের প্রকৃত ও সিনিয়র মানবাধিকার কর্মীদের NHRC'র চেয়ারম্যান পদ সহ অন্যান্য সর্বস্তরের কমিটি গুলোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭। বর্তমান NHRC'কে পূর্নর্গঠন করার লক্ষে একটি উচ্চ পুনর্গঠন কমিটি গঠন করতে হবে। পুনর্গঠন কমিটি নতুন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইন প্রণয়ন করবে। NHRCকে একটি মানব বান্ধব প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পাবে।

৮। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সরাসরি হস্তক্ষেপে ও চাপ প্রয়োগ করে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের-BHRC'র ৩টি রেজিস্ট্রেশন স্থগিত বা বাতিল করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে BHRC'র স্থগিত/ বাতিল রেজিস্ট্রেশন গুলো পূর্ণ বহাল করতে হবে।

৯। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিগত স্বৈরাচার সরকারের দোসর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং ফরমায়িশি বিচারপতি ও বিচারকদের তালিকা তৈরি করতে হবে এবং তাদেরকে অবিলম্বে চাকুরী থেকে অপসারণ করতে হবে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC'র উপস্থাপিত ৯ দফা দাবি দেশে আইনের শাসন এবং সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে গন মানুষের একটি দাবি। সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানুষের নিরাপত্তা সুরক্ষা, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে তৈরী করা হয় স্মারকলিপি। ৯ দফা দাবি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সত্তর মেনে নেয়ার জোড় দাবি জানানো হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
ইঞ্জিনিয়ার কাজী রেজাউল মোস্তফা
সভাপতি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. সাইফুল ইসলাম দিলদার
প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC
মোবাইল: ০১৭১১৫২২১২৯

২৫ মার্চ ২০২৫

কে মানবাধিকার কর্মী?

যে সৎ উপার্জন করেন এবং উপার্জিত অর্থের একটি অংশ মানবতার সেবায় ব্যয় করেন, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সকল মানুষের শান্তির পক্ষে আওয়াজ তোলেন।

---বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।